DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

BANGLA 1ST PAPER

YEAR 2018

10 MINUTE SCHOOL

All BOARD

অভাগীর স্বর্গ

সাপ ধরার মন্ত্র শিখে মৃত্যুঞ্জয় মস্তবড় সাপুড়ে হয়ে উঠল। একদিন সাপ ধরতে গেলে বিষধর সাপের দংশনে সে আহত হয়। তার শ্বশুরের দেওয়া সব তাবিজ-কবচ তার হাতে বেঁধে দেওয়া হলো আর সেই সাথে বহুসংখ্যক ওঝা মিলে বহু দেব-দেবীর দোহাই এবং ঝাড়ফুক করেও তাকে বাঁচাতে পারল না।

[সকল বোর্ড- '২০১৮]

ক) গ্রামে কে নাড়ী দেখতে জানত?

খ) 'মা মরেছে ত যা নিচে নেবে দাঁড়া'- অধর রায়ের এরূপ উক্তির কারণ কী?

গ) উদ্দীপকে অভাগীর স্বর্গ গল্পের যে বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও গল্পের মূল বিষয়টি অনুপস্থিত।" মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

উত্তর

ক) গ্রামে কে নাড়ী দেখতে জানত?

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখতে জানত।

খ) 'মা মরেছে ত যা নিচে নেবে দাঁড়া'- অধর রায়ের এরূপ উক্তির কারণ কী?

অধর রায়ের প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করার কারণ জাতি বৈষম্য।

অভাগীর স্বর্গ গল্পের মূল কেন্দ্রিকা অভাগীর মৃত্যুর পর তার সৎকারের জন্য তার স্বামী রসিক বাঘ উঠানে থাকা বেল গাছ কাটতে গেলে তাকে চড় মেরে বসে পেয়াদা। এ অন্যায়ের নালিশ ও মাকে পুড়ানোর জন্য কাঠের যোগান দিতে কাঙালী ছুটে যায় জমিদারের গোমস্তা অধর রায় এর কাছে। প্রবল উত্তেজনায় কাঙ্গালি একেবারে কাছাড়ির উপর উঠে যায়। মরা ছুঁয়ে এসেছে মনে করে অর্থাৎ মূলত জাত বৈষম্যের কারণে অধর রায় ধমক দিয়ে তাকে নিচে নেমে দাঁড়াতে বলে।

গ) উদ্দীপকে অভাগীর স্বর্গ গল্পের যে বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে অভাগীর স্বর্গ গল্পের প্রতিফলিত দিকটির হল অভাগীর করুণ পরিণতি।

অভাগীর স্বর্গ গল্পের মূল চরিত্র অভাগী নিচু জাতের। গল্পে দেখা দেয় যে, অভাগী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার ছেলে কাঙালি তার ঘটি বন্ধক রেখে কবিরাজকে এক টাকা দিলে নিচু জাত বলে কবিরাজ অভাগীকে দেখতে আসেন না বরং দু'চারটা বড়ি দিয়ে দেয়। কাঙালি সে বড়ি তার মাকে দিলে সে তা মাথায় ঠেকিয়ে উনুনে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশীদের দেওয়া নানা ওষুধ ও পরামর্শ ভাগ্যদেবতায় বিশ্বাসী অভাগী উপেক্ষা করে ফলে একদিন সে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে সাপ ধরার মন্ত্র শিখে মৃত্যুঞ্জয় অনেক বড় সাপুড়ে হয়ে উঠে এবং একদিন সাপ ধরতে গিয়ে সাপের দংশনে সে আহত হয়। উদ্দীপকের মৃত্যুঞ্জয় ও অভাগী উভয়ই তাদের অসুস্থতায় ঔষধকে অপেক্ষা করে। ফলে নিয়তির টানে উভয়ই মৃত্যুবরণ করে। এমনভাবে উদ্দীপকেও অভাগীর স্বর্গ গল্পে মৃত্যুর অনিবার্যতার প্রতিফলন হয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ গল্পের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও গল্পের মূল বিষয়টি অনুপস্থিত।" মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

গল্পের মূল বিষয় জাতবৈষম্য ও সামন্তবাদের নির্মম রূপ অনুপস্থিত হওয়ায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে জাত বৈষম্য ও গোড়ামির দিকটি ফুটে উঠেছে। গল্পের মূল কেন্দ্রিকা অভাগী নিচু জাতের অধিকারী। ফলে তাকে সবাই হেয় করে। অসুস্থ হয়ে পড়লে অভাগীর ছেলে কাঙালী ঘটি বন্ধক রেখে কবিরাজ ডাকতে গেলেও কবিরাজ আসে না কারণ অভাগিনী নিচু জাতের। এছাড়াও অভাগীর মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য তার স্বামী রসিক বাঘ বেল গাছ কাটতে গেলে পেয়াদা তাকে মারধর করে। কাঙ্গালী এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে জমিদারের গোমস্তা অধর রায় তাকে ধমক মেরে নিচে নামতে বলে। এ সকল ঘটনার মূল কারণ হলো জাত গোঁড়ামি।

উদ্দীপকের মৃত্যুঞ্জয় বিশাল সাপুড়ে। সে একদিন সাপ ধরতে গেলে সাপের দংশনে আহত হয়। আহত হওয়ায় তার শ্বশুর তাকে নানা ঝাড়ফুঁক করতে চাইলেও সে তা উপেক্ষা করে ফলে নিয়তির টানে সে মৃত্যুবরণ করে।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভাগীর মৃত্যুর বিষয়টি মুখ্য নয়। এ গল্পের মূল বিষয় জাত গোঁড়ামি। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে উদ্দীপকে অভাগীর স্বর্গ গল্পের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে কিন্তু গল্পের মূল বিষয় অনুপস্থিত।

মানুষ মুহম্মদ (স.)

শত্রুর প্রলোভনে পড়ে ইমাম হাসান (রা.)-কে তার প্রিয়তমা স্ত্রী জায়েদা বিষ প্রয়োগ করেন। মৃত্যুপথযাত্রী ইমাম হাসান (রা.) বিষয়টি জানতে পেরেও তা গোপন রাখেন। তাঁর অনুজ বিষদাতার নাম জানতে চাইলে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং ভবিষ্যতে জানতে পারলেও তাকে ক্ষমা করতে বলেন।

[সকল বোর্ড- '২০১৮]

ক. ছাত্রজীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী কোন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন?

খ. 'মানুষের একজন হইয়াও মুহম্মদ (স.) দুর্লভ'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকে ইমাম হাসান (রা.)-এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর যে মহৎ গুণের প্রভাব পড়েছে তা 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকের প্রতিফলিত গুণটি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর পরিপূর্ণ গুণের অংশবিশেষ।" উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক. ছাত্রজীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী কোন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন?

ছাত্রজীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

খ. 'মানুষের একজন হইয়াও মুহম্মদ (স.) দুর্লভ'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

অনন্য মানবিক গুণাবলির কারণে হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকারী একজন মানুষ। অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেননি। বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যেও তার মাঝে স্থান পায়নি। উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই। সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল; অথচ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল। এককথায় বলা যায় ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ।

গ. উদ্দীপকে ইমাম হাসান (রা.)-এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর যে মহৎ গুণের প্রভাব পড়েছে তা 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে ইমাম হাসান (রা.)-এর চরিত্রে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর যে মহৎ গুণের প্রভাব পড়েছে তা হলো ক্ষমাশীলতা।

প্রবন্ধানুসারে, হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের অগণিত মানবিক গুণের একটি হলো ক্ষমাশীলতা। মক্কার পথেপ্রান্তরে পৌত্তলিকদের পাথরের আঘাতে তাঁর শরীরের বসন বহুবার রক্তরঙিন হয়েছে, তবু তিনি পাপী মানুষকে ভালোবেসেছেন। বার বার আহত হয়েও তাদের অভিশাপ দেননি বরং ক্ষমা করেছেন। তায়েফে শত্রুর পাথরের আঘাতে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন, শত্রুরা আবার তাঁকে দাড় করিয়ে পাথর মারতে থাকে, রক্তে তাঁর বসন ভিজে যায়। কিন্তু তবুও তিনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন- 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো।' মক্কা বিজয়ের পর তিনি পাপী মানুষগুলোর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের অনুরূপ গুণের প্রভাব উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা.)-এর চরিত্রে লক্ষণীয়। ইমাম হাসান (রা.) কে তাঁর স্ত্রী জায়েদা বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। তিনি সমগ্র বিষয়াদি জানতে পেরেও তা গোপন রাখেন। এমনকি তাঁর অনুজের নিকটও তা প্রকাশ করেননি। বরং ভবিষ্যতে জানতে পারলেও ঘাতককে যেন ক্ষমা করা হয় সেই অনুরোধ করেন। এর মাধ্যমে ইমাম হাসান (রা.) চরিত্রে ক্ষমাশীলতার এক মহৎ দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

ঘ. "উদ্দীপকের প্রতিফলিত গুণটি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর পরিপূর্ণ গুণের অংশবিশেষ।" উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

"উদ্দীপকে প্রতিফলিত গুণটি হযরত মুহম্মদ (স.) চরিত্রের পরিপূর্ণ গুণের অংশবিশেষ"- মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে দেখা যায় যে, হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, উদার, দূরদর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ। গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সবকিছুর প্রতি তিনি ছিলেন নির্লোভ। তিনি মক্কা ও তায়েফে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু তবুও তাদের অভিশাপ দেননি। বরং মক্কাবিজয়ের পর ঘোষণা করেন সাধারণ ক্ষমা। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি তা কখনোই প্রয়োগ করেননি। আবার মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করে তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাটন করেছেন।

উদ্দীপকের ইমাম হাসান (রা.)-এর মাঝে ফুটে উঠেছে শুধু ক্ষমাশীলতার দিকটি। তাঁর ঘাতক স্ত্রী জায়েদার কথা জানতে পেরেও ক্ষমা করে দেন। অনুজের নিকট বিষয়টি গোপন রাখেন এবং ভবিষ্যতে এ সত্য প্রকাশ পেলেও তাকে ক্ষমা করতে বলেন। ইমাম হাসান (রা.)-এর এরূপ আচরণে তাঁর অসীম ক্ষমাশীলতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

অপরদিকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে দেখা যায় যে, হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ ক্ষমাশীলতা, উদারতা, ত্যাগ, সাধুতা, সৌজন্য, অনুগ্রহ, দূরদর্শী চিন্তা ইত্যাদির উল্লেখ উদ্দীপকে পাওয়া যায় না। সেখানে ফুটে উঠেছে ইমান হাসান (রা.)- এর অন্যতম মানবিক গুণ ক্ষমাশীলতার দিক। এমন মহান ক্ষমাশীলতার দিক আমরা মহানবি (স.)- এর অসংখ্য গুণাবলির মধ্যেও লক্ষ করি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির অংশবিশেষ ফুটে উঠেছে মাত্র।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

বাংলা শিক্ষক শ্রেণিতে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধটি পড়াতে গিয়ে সাহিত্যের একটি নবীন শাখা নিয়ে কথা বলছিলেন। এর বৈশিষ্ট সম্পর্কে তিনি বলেন,"এতে সকল প্রকার বাহুল্য বর্জন করা হয়। একজন আলংকারিক এটিকে একটি ফুলের সাথে তুলনা করেছেন, যাতে পাতা বা কাঁটার কোনো স্থান নেই। [সকল বোর্ড- '২০১৮]

ক. মহাকাব্য কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় ?

খ. নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে সাহিত্যের যে শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত সাহিত্য শাখার সঙ্গে– পাঠক সমাজে সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় শাখাটির তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর

ক. মহাকাব্য কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় ?

মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কোন কাহিনী অবলম্বনে।

খ. নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয় কেন?

নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়।

নাটকের লক্ষ পাঠক নয় বরং দর্শক। নাটকের মাধ্যমে দর্শক সমাজব্যবস্থার সকল ঘটনা চোখের সামনে জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পান। নাটক হচ্ছে এক ধরনের সংলাপ প্রধান সাহিত্য। যেহেতু নাটক নিজের চোখে পুরো বিষয়টি জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাই বিষয়ের গভীরে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং এতে করে দর্শকের মনের ভেতর একটি অন্যরকম ভাললাগা জন্ম হয়। কেননা নাটক একমাত্র অঙ্গ যা সরাসরি পাঠক সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক প্রদর্শন করা হয় বলে অর্থাৎ সাহিত্যকে গ্রীষ্মে পরিণত করা হয় বলে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে সাহিত্যের যে শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রবন্ধের ছোটগল্পের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যের নানা বিধ শাখার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তবে তন্মধ্যে ছোটগল্পের কথা বলেছেন যেটি কিনা সর্বাপেক্ষা নবীন শাখা। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পরিধি হবে খুবই সীমিত এবং গল্পের চরিত্র সংখ্যা থাকবে অল্প। আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয় এবং পরিসমাপ্তি খুব দ্রুততার সাথে ঘটে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে। ছোটগল্প পাঠকের মনে রস সঞ্চার করে দ্রুত কাহিনীর পরিণতির দিকে নিয়ে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অব্যক্ত মনোভাব প্রকাশ করে গল্পটি শেষ হয়ে যায়। এই থেকে বলা যায় ছোট গল্পের পরিসমাপ্তি কখনো সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় না। ফলে লেখনীর প্রতি পাঠকের আগ্রহ রয়েছে। কিছু অব্যক্ত কথার মধ্য দিয়ে সমস্ত ভাববস্তু পাঠকের নিজের বুঝে নিতে হয়।

উদ্দীপকে সাহিত্যের নতুন শাখা ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। ছোটগল্পে সবরকম বাহুল্য বর্জন করা হয় এবং এটিকে তুলনা করা হয়েছে কাঁটাবিহীন ও পাতাবিহীন ফুলের সাথে। অর্থাৎ ছোটগল্প যত সংক্ষিপ্ত হবে ছোট গল্পের সার্থকতা ততই বিদ্যমান থাকবে। ঠিক সে জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি উদ্দীপকে মূলত ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি উদ্দীপকে সাহিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ছোট গল্প।

ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত সাহিত্য শাখার সঙ্গে– পাঠক সমাজে সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় শাখাটির তুলনামূলক আলোচনা করো।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রবন্ধের বর্ণনা অনুযায়ী পাঠকসমাজে বহুলপঠিত জনপ্রিয় শাখাটি হল উপন্যাস।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই উপন্যাসের পরিসর যেমন বিস্তৃত উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। উপন্যাসে উপন্যাসিক তার নিজস্ব দর্শন ঘটনাপ্রবাহ এবং সবকিছুর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এর পরিণতির দিকে ধাবিত হন। যেহেতু উপন্যাস তুলনামূলক ছোট গল্পের তুলনায় বড় হয় তাই ইচ্ছে করলে আমরা একে বড় গল্প বলতে পারি।

উদ্দীপকে বাংলা শিক্ষক সাহিত্যের রূপ ও রীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝাচ্ছেন। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলেছেন। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য হল এর পরিধি সীমিত থাকবে। পাশাপাশি এর চরিত্র সংখ্যা তুলনামূলক কম হবে।

ছোটগল্প যেকোনো মুহূর্তে শেষ হতে পারে ঠিক তেমনি আকস্মিকভাবে এর আরম্ভ হয়ে থাকে। তাছাড়া ছোটগল্পের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেশিরভাগ সময় পাঠক লেখক এর অব্যক্ত কথার মধ্য দিয়ে সমস্ত ভাববস্তু বুঝে নিতে বাধ্য হয়। অপরদিকে সাহিত্যের সবচেয়ে ব্যাখ্যামূলক অংশ হচ্ছে উপন্যাস। এখানে দেখা যায় পুরো ঘটনা প্রবাহ তুলনামূলক ছোট গল্পের চেয়ে বড় হয়। শুধু তাই নয় এর অনেক কাহিনী বাহিনী ও থাকতে পারে। উপন্যাসের প্রধান বিষয় হচ্ছে প্লট। যে জায়গা থেকে ছোটগল্পে প্লট বলে কিছু নেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠক ধীরে ধীরে উপন্যাসের গভীরে প্রবেশ করে এবং একটি পর্যায় পাঠক পরিস্থিতি জানার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। উপন্যাস ছোটগল্প এর মতো আকাঙ্ক্ষা রেখে সমাপ্ত হয় না। এক কথায় উপন্যাসের পরিণতি নিয়ে পাঠকের কোন জিজ্ঞাসা থাকেনা।

মূলত ছোটগল্প পাঠকসমাজের মাঝে সমাদৃত হলেও পাঠকসমাজকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দানে অক্ষম। তার বিপরীতে উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে পাঠকের মনের চাহিদা পূরণ করে। তবে উপন্যাস সাহিত্যের যতগুলো শাখা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তার কারণ হলো এটি পাঠকের মনের স্বাদ নিবারণ করে। এই দিক থেকে উপন্যাস এবং ছোটগল্প পরস্পরের সাথে বই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।